بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৫ আগস্ট ২০২০

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাবিধুর, বিভীষিকাময় ও কলঙ্কজনক একটি দিন।

১৯৭৫ সালের এইদিনে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কিন্তু পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় বিদেশে অবস্থান করায় সৌভাগ্যক্রমে সেই হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা।

শোকাবহ এই দিনে, আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সে হত্যাকাণ্ডে শহিদ হওয়া তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে।

২০২০ সালে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং পরের বছরের ২৬ মার্চ মাস পর্যন্ত চলবে; ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুর্বজয়ন্তী, যা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিরল ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর ক্যারিজম্যাটিক নেতৃত্ব এবং সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গ্রোথিত করেছিল; রুখে দাঁড়াতে শিখিয়েছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে। শুধু স্বপ্ন দেখেননি, তিনি বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতিরই নয়, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের আপামর জনগণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করে বহুল কাঙ্খিত স্বাধীন- স্বার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন "সোনার বাংলার" স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ স্বপ্ন ছিল মানুষের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা, বাঙালির জন্য মমত্ববোধ এবং বৈষম্যহীন সমাজগড়ার অনুপম বোধ থেকে উৎসারিত। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি, বরং তা বাঙালি জাতির হৃদয়ের গভীরে গ্রোথিত রয়েছে। মানবতা, মানুষের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা-প্রতিটি বিষয় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে। জাতির পিতার আদর্শ ও অর্জনসমূহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে তুলে ধরার সময় এসেছে।

বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের পর দেশের অগ্রযাত্রা সাময়িক ব্যাহত হলেও তাঁর স্বার্থক উত্তরসূরী সুযোগ্য কন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে; যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বৈশ্বিক সমস্যা করোনার প্রভাব মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বর্তমান সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। করোনার প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় জরুরি স্বাস্থ্যসেবা খাতের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা এবং অর্থনৈতিক পূনরুদ্ধারে সরকার প্রায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার কাজে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিজেদের নিয়োজিত করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি